যুগান্তর

তারিখ 10 JUN 2008
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম 2

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ৮৭৬৪ কোটি টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের মোট সাড়ে ১১ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে। গতবছর এই খাত দু'টিতে মোট বাজেটের সাড়ে ১৪ ভাগ বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ গতবছরের চেয়ে এই খাতে বরাদ্দ কমেছে। তবে গোটা বাজেটকে ১৫ ভাগ করে একক খাত হিসাবে যথারীতি এবারও এই খাতে দেখানো হয়েছে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। অংকের হিসাবে এতে বরাদ্দের পরিমাণ ৮ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রভর্তি (এনরোলমেন্ট) বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি' কার্যক্রম চালুর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ছাত্রী উপবৃত্তির কারণে বর্তমানে এই দুটি স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার ৫২ ভাগ (ছাত্র ৪৮ ভাগ)। বাজেটে এছাড়াও ভৌত, গাণিতিক এবং জীববিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বরাদ্দ ১০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বরাদ্দের হিসাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় খাত হলেও এর মধ্যে রয়েছে ওভহরের ফাঁকি। মোট অর্থ তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে শিক্ষাকে দুটো ভাগ- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা আর প্রযুক্তি (বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এই তিন ভাগে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ হাজার ৩৩১ কোটি, ৫ হাজার ৩০৮ কোটি এবং ১২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই তিন ভাগের অর্থ যথাক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি— এই তিন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয় হবে।

বাজেটে দেখা যায়, চলতি (২০০৭-২০০৮) অর্থবছরের চেয়েও আগামী অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে। চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দ যেখানে ৩ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা, সেখানে আগামী অর্থবছরে ৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি নেই বাজেটে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চলতি (২০০৭-২০০৮)

টাকা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

টাকা : কোটি

(১ম পৃষ্ঠার পর) অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ২২ কোটি টাকা। অর্থ উপদেষ্টা তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, আগামী অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ৩৩ লাখ নব্যসাক্ষর ব্যক্তির অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার বর্তমানে ১ : ৫৫ থেকে কমিয়ে ১ : ৪৬ করা হবে। আর ২০০৯ সালের মধ্যে নিট ভর্তির হার ৯০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ছে। এই খাতে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ৫ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৫ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা। এ খাতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, চলতি অর্থবছরে যে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ব্যয় তার চেয়ে কম হয়েছে। অর্থাৎ ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা আর সংশোধিত বাজেট হয়েছে ৫ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। অর্থ উপদেষ্টা তার বক্তৃতায় বলেন, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের বৈষম্য বাড়ছে। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে মডেল উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন এবং আরও ৬৩টি বিদ্যালয়কে 'মডেল উচ্চবিদ্যালয়ে' রূপান্তর করা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রভর্তি বাড়াতে 'ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি' কার্যক্রম করছে সরকার। প্রাথমিকভাবে ১২১টি উপজেলায় নেয়া হবে এ কার্যক্রম। আগামী অর্থবছরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

অর্থ উপদেষ্টা তার বক্তৃতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন এবং উচ্চশিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনা করতে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কথাও উল্লেখ করেন।

খাতটির বাকি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য। এতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ ১০৯ কোটি এবং এর আগে বরাদ্দ ছিল ১১৪ কোটি টাকা। অর্থ উপদেষ্টা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে 'প্রাণ্ট সেক্টর' আখ্যায়িত করে বলেন, এ অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপায়ন এবং ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে 'জাতীয় ই-গভর্নেন্স স্ট্র্যাটেজি' ও 'জাতীয় আইসিটি রোডম্যাপ' প্রণয়নের কাজ চলছে। গাজিপুরের কালিয়াকৈরে ২৩১ একর জায়গায় নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কের কাজ এ বছরই শেষ হবে। এজন্য আইটি এবং সমমূলধন তহবিলে এ বছরের ন্যায় আগামী অর্থবছরেও ১শ' কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করে বলা হয়েছে, অর্থের সহজলভ্যতা নিশ্চিতে কম্পিউটার কাউন্সিলসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের ব্যবহার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হবে।